সংবাদ

তারিখ ... 27 DEC 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসহ ৭ দফা দাবি

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীতকরণসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে। তাদের অন্যান্য দাবির মধ্যে আছে সহকারী শিক্ষকদের প্রদ জাতীয় বেতন স্কেলে ১১তম গ্রেডে উন্নীতকরণ এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা। আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে শিক্ষকদের এসব দাবি পূরণ করা না হলে ১৫ জানুয়ারি থেকে তারা কর্মবিরতি ধাপে ধাপে বৃদ্ধি করে পালন করবে। শিক্ষকরা মনে করেন, তাদের সাত দফা দাবি বাস্তবায়িত হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সরকারি বা বেসরকারি শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা সাধারণত কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। যতদিন পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চরম পরিণতির দিকে না যায়, ততদিন সরকারের কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আইনগতভাবে সরকারি কর্মচারী হলেও সরকারের অন্য বিভাগের কর্মকর্তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা পান, তা তারা পান না। বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা বৈষম্যের শিকার হন। বিদ্যালয়গুলো 'ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট' হওয়ার ফলে সাধারণ কর্মচারীদের মতো ছুটি তারা পান না। তারা যেসব দাবি-দাওয়া নিয়ে 'আন্দোলন' করছেন সেগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষতি হবে, বিবেচনায় নিয়ে বিষয়টির প্রতি দ্রুত দৃষ্টি দেয় জরুরি। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেন কোন 'চরম' কর্মসূচি হাতে নিতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

ধাপে ধাপে উন্নীত হয়ে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয় এবং তার জন্য সমাপনী পরীক্ষাও প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হতে শুরু করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের দায়িত্ব যেমন বেড়েছে, তেমনি তাদের দক্ষতাও বাড়াতে হয়েছে। ফলে সরকারি চাকরির বিধি মোতাবেক প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করার দাবিটা যৌক্তিক বলে বিবেচনা না করার কোন কারণ নেই। সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের মর্যাদা যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের মর্যাদাও না বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তর হলো শিক্ষার মেরুদণ্ড। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে সব পর্যায়ে মহিলা শিক্ষক বাড়ছে। তাদের অনেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা না বাড়ালে তাদের ধরে রাখা কঠিন হবে। সব মিলিয়ে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মর্যাদা বাড়ানোর পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত না করার কোন যুক্তি নেই। আমরা আশা করব, কোন রকম চরম কর্মসূচি নেয়ার আগেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেয়া হবে।